

## দলত্যাগ বিরোধী আইন- দশম তফসিল

ভারতীয় সংবিধানের 10 তম তফসিলে (যা 52 তম সংশোধনী আইন, 1985 এর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছিল) দলত্যাগ বিরোধী আইন রয়েছে। দলত্যাগ বিরোধী আইন বিশেষত পদোন্নতি বা আরও অনুরূপ প্রণোদনার প্রতিশ্রুতি দ্বারা অনুপ্রাণিত রাজনৈতিক দলত্যাগকে নিষিদ্ধ করার বিষয়টিকে ব্যক্ত করে। এর লক্ষ্য সাংসদদের দল পরিবর্তন করা থেকে বিরত করে সরকারকে স্থিতিশীল রাখা। দলত্যাগ বিরোধী আইনটি রাজীব গান্ধী উত্থাপন করেছিলেন। WBCS Exam-র প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন প্রার্থীদের অবশ্যই দলত্যাগ বিরোধী আইন WBPSA নোট ডাউনলোড করতে হবে এবং WBCS পরীক্ষার জন্য তাদের প্রস্তুতি ভালভাবে শুরু করতে হবে।

রাজনৈতিক বিচ্যুতির হুমকি মোকাবেলা করার জন্য, আরও দায়িত্বশীল সংসদ সদস্য তৈরি করতে, তাদের নির্বাচনের সময় তাদের আনুগত্য জাগিয়ে তুলতে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে এবং একজন বিশ্বাসঘাতক সংসদ সদস্য দ্বারা আইন প্রণয়ন কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত যাতে না হয় এব্যাপারে সরকারকে নিশ্চিত করতে 1985 সালে সংসদ কর্তৃক দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। দলত্যাগ বিরোধী আইন রাজনৈতিক পরিত্যাগকে প্রভাবিতকারী রাজনীতিবিদদের শাস্তি প্রদান করে সরকারের স্থিতিশীলতাকে উন্নত করে।

### দলত্যাগ বিরোধী আইন কি?

ভারতে দলত্যাগ বিরোধী আইন, (যা ভারতীয় সংবিধানের দশম তফসিলের অংশ) যে সমস্ত সাংসদ এবং বিধায়করা তাদের দল থেকে বিচ্যুত হন তাদের আইনসভা থেকে অপসারণ করার মাধ্যমে শাস্তি দেয়।

- এটি প্রতিনিধি পরিষদের স্পীকারকে দলত্যাগের কার্যক্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে।
- রাজীব গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন 1985 সালের 52 তম (সংশোধনী) আইন পাশ করা হয়েছিল, যা ভারতের সংবিধানে এই আইনটি যোগ করে।
- আইনটি সংসদ এবং রাজ্য আইনসভা উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

### দলত্যাগ বিরোধী আইনের উৎস

দলত্যাগ বিরোধী আইনটি ভারতীয় সংবিধানের দশম তফসিলে রাখা হয়েছে যা এক দল থেকে অন্য দলে চলে যায় এমন সংসদ সদস্য (MP)/বিধায়কদের (MLA) শাস্তি দেয়। 1967 সালে, হরিয়ানার একজন বিধায়ক গয়া লাল একদিনে তিনবার দল পরিবর্তন করেন এবং "আয়া রাম গয়া রাম" অভিব্যক্তিটি ভারতীয় রাজনৈতিক দৃশ্যপটে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। নির্বাচিত এবং মনোনীত দলীয় সদস্যদের ঘন ঘন দলত্যাগের ফলে সুশাসন অধরা হয়ে পড়ে, যা রাজ্য ও কেন্দ্রের প্রশাসনের কাজ করার জন্য একটি অনিশ্চিত পরিবেশ তৈরি করে। এরকম রাজনৈতিক পদত্যাগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, দলত্যাগ বিরোধী আইনের প্রয়োজন ছিল।

তাই ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার এই বিপদ দূর করার জন্য একটি প্রস্তাবের পরামর্শ দেন। এই দলত্যাগ বিরোধী আইনটি সংবিধানে যুক্ত করার জন্য 1985 সালের 52 তম (সংশোধনী) আইন আনা হয়েছিল। দলত্যাগ বিরোধী আইন, যা ভারতীয় সংবিধানের দশম তফসিল হিসাবেও পরিচিত, 1985 সালে ভারতীয় সংবিধানের 52 তম সংশোধনী দ্বারা সন্নিবেশিত হয়েছিল।

## দলত্যাগ বিরোধী আইনের ভূমিকা

দলত্যাগ বিরোধী আইন রাজনৈতিক দল পরিবর্তনকারী সদস্যদের শাস্তি দিয়ে সরকারকে স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করে। দলত্যাগ বিরোধী আইন সদস্যদের মধ্যে নিজের রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্যের অনুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করে। দলের নামে নির্বাচিত সদস্যরা যাতে দলকে সমর্থন করে এবং দলের ইশতেহার ও নীতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এটি সম্পন্ন করা হয়।

## দলত্যাগ বিরোধী আইন সম্পর্কিত মামলা

যেখানে একজন সংসদ সদস্য বা আইনসভার সদস্য রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করেন, এমন তিনটি পরিস্থিতিতে ভারতে দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রযোজ্য হয়:

### স্বৈচ্ছায় ছেড়ে দেওয়া

প্রথমটি হল যখন একটি রাজনৈতিক দলের টিকিটে নির্বাচিত একজন সদস্য "স্বৈচ্ছায়" সেই দলের সদস্য হওয়া বন্ধ করে দেন বা পার্টির ইচ্ছার বিরুদ্ধে আইনসভায় ভোট দেন। এই ধরনের সদস্যদের তাদের আসন থেকে বের করে দেওয়া হয়।

### স্বতন্ত্র সদস্য

যখন একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী একটি আইনসভা আসনে জয়ী হন এবং তারপরে একটি রাজনৈতিক দলে প্রবেশ করেন। যখন তিনি কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দেন (বা ত্যাগ করেন) এই প্রতিটি ক্ষেত্রে, আইনসভায় তার বিধায়কের আসন বাজেয়াপ্ত করা হয়।

### মনোনীত সংসদ সদস্য

সংসদ সদস্য হিসেবে মনোনীত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে তারা কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারেন। ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে যদি তারা কোন দলে যোগ দেয় তবে তারা হাউসে তাদের আসন হারাতে পারে।

## দলত্যাগ বিরোধী আইনের ব্যতিক্রম

নির্দিষ্ট শর্তে, বিধায়ক/সাংসদরা সংশ্লিষ্ট পদে বহাল থাকার অযোগ্যতার ঝুঁকি ছাড়াই দল পরিবর্তন করতে পারেন। দলত্যাগ বিরোধী আইন যে কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সাথে একত্রিত হওয়ার অনুমতি দেয়, যদি তার বিধায়ক/সাংসদদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ একত্রীকরণকে সমর্থন করে। যে ব্যক্তির একত্রিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বা যারা পুরানো দলের অনুগত তাদের কেউই এই ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

যেকোন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের কাছে তার দল থেকে সরে যাওয়ার এবং যদি তিনি তার পদ ত্যাগ করেন তবে পুনরায় দলে যোগ দেওয়ার বিকল্প রয়েছে। পূর্বে, আইনটি দলগুলিকে বিভক্ত করার অনুমতি দিয়েছিল, কিন্তু এখন এটি নিষিদ্ধ।

- 1985 সালে, একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ সমর্থন দ্বারা 'একত্রীকরণ'-কে 'দলত্যাগ' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল।
- যাইহোক, 2003 সালের 91 তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন এটিকে সংশোধন করেছে, এটিকে আইনসম্মত হওয়ার জন্য একটি পার্টির সদস্যদের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশকে "একত্রীকরণ" সমর্থন করতে হবে।

## দলত্যাগ বিরোধী আইনের সমস্যা

রাজনীতিবিদদের অন্য দলে গমনে নিষেধাজ্ঞাও কিছু সমস্যা তৈরি করে। দলত্যাগ বিরোধী আইনের সমস্যাগুলি এখানে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, নিচে উল্লেখিত পয়েন্টগুলি দেখুন।

- এটি দলের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দমন করে সদস্যদের বাক স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘন করে।
- এই আইনটি সদস্যদের কার্যকরী আইন প্রণেতা হওয়ার ক্ষমতাকেও বাধা দেয়।
- আনুগত্য পরিবর্তনে বাধা দেয়, যা সরকারের জবাবদিহিতা হ্রাস করে।
- যখন সংসদের একজন সদস্য দলীয় পদ পান, তখন তাকে প্রতিনিধি পরিষদে একটি সাধারণ ভোটদানকারী সত্তায় পরিণত করা হয়।

## দলত্যাগ বিরোধী আইন সংক্রান্ত কমিটি

দলত্যাগ বিরোধী আইনের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই আইন সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য প্রতিটি কমিটির পরামর্শগুলি লক্ষ্য করুন।

- নির্বাচনী সংস্কার সংক্রান্ত দীনেশ গোস্বামী কমিটি (1990): দলত্যাগ বিরোধী আইনের অব্যাহতি কিছু পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত যেখানে একজন সদস্য (a) স্বেচ্ছায় তার রাজনৈতিক দল থেকে পদত্যাগ করেন, (b) আস্থা বা অনাস্থা প্রস্তাবে পার্টি ছইপের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া বা ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকা। নির্বাচন কমিশনের মতে, রাষ্ট্রপতি/রাজ্যপালের অযোগ্যতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।
- আইন কমিশন (170 তম রিপোর্ট, 1999): একত্রীকরণ এবং বিভাজনকে অব্যাহতি দেওয়ার বিধানগুলি অযোগ্যতা থেকে অপসারণ করা উচিত। দলত্যাগ বিরোধী আইনে প্রাক-নির্বাচনী ফ্রন্টকে রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। যেখানে সরকার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এমন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলোকে ছইপের ব্যবহার সীমিত করা উচিত।
- নির্বাচন কমিশন: দশম তফসিলের অধীনে নির্বাচন কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের বাধ্যতামূলক পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি/রাজ্যপালের দ্বারা নেওয়া উচিত।

- হালিম কমিটি (1998): এটি দাবি করেছিল যে "স্বৈচ্ছায় রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ ত্যাগ করা" এবং "রাজনৈতিক দল" শব্দগুলি সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞায়িত করা হবে। কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে, যেমন সরকারি পদে থাকা বহিষ্কৃত সদস্যদের উপর কার্যকর নিষেধাজ্ঞা।
- সংবিধান পর্যালোচনা কমিশন (2002): এই কমিটি সুপারিশ করেছে যে দলত্যাগকারীদের তাদের মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ের জন্য সরকারী পদ বা অন্য কোন রাজনৈতিক পদে থাকতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। দলত্যাগকারীর সরকারকে দুর্বল করার জন্য দেওয়া ভোট বাতিল ঘোষণা করা উচিত।

## দলত্যাগ বিরোধী আইন কি?

দলত্যাগ বিরোধী আইনটি দশম তফসিলে রয়েছে, এটি 1985 সালে ভারতীয় সংবিধানের 52 তম সংশোধনী দ্বারা সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা এক দল থেকে অন্য দলে চলে যায় এমন সংসদ সদস্য (MP)/বিধায়কদের শাস্তি দেয়।

## দলত্যাগ বিরোধী আইনের উৎস কি?

1967 সালে, হরিয়ানার একজন বিধায়ক গয়া লাল একদিনে তিনবার দল পরিবর্তন করেন এবং এর ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে "আয়া রাম গয়া রাম" অভিব্যক্তি ব্যাপক হয়ে ওঠে। এটা স্পষ্ট যে এই ধরনের রাজনৈতিক দলত্যাগ রোধ করার জন্য একটি দলত্যাগ বিরোধী আইনের প্রয়োজন ছিল। তাই, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী দলত্যাগের বিপদ দূর করার জন্য একটি বিলের পরামর্শ দেন। এই দলত্যাগ বিরোধী আইনটি সংবিধানে যুক্ত করার জন্য 1985 সালের 52 তম (সংশোধনী) আইন আনা হয়েছিল। দলত্যাগ বিরোধী আইন, যা ভারতীয় সংবিধানের দশম তফসিল হিসাবেও পরিচিত, 1985 সালে ভারতীয় সংবিধানের 52 তম সংশোধনী দ্বারা সন্নিবেশিত হয়েছিল।

দীনেশ গোস্বামী কমিটির পক্ষ থেকে দলত্যাগ বিরোধী আইনের ব্যাপারে কী কী পরামর্শ দেওয়া হয়েছে?

দলত্যাগ বিরোধী আইনের অব্যাহতি এমন পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত যেখানে একজন সদস্য (a) স্বৈচ্ছায় তার রাজনৈতিক দল থেকে পদত্যাগ করেন, (b) আস্থা বা অনাস্থা প্রস্তাবে পার্টি ছইপের বিরুদ্ধে ভোট দেন বা ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। নির্বাচন কমিশনের মতে, রাষ্ট্রপতি/রাজ্যপালের অযোগ্যতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

## দলত্যাগ বিরোধী আইনের সমস্যাগুলি কী কী?

রাজনীতিবিদদের অন্য দলে গমনে নিষেধাজ্ঞাও কিছু সমস্যা তৈরি করে। দলত্যাগ বিরোধী আইনের সমস্যাগুলি নিম্নরূপ:

- এটি দলের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দমন করে সদস্যদের বাক স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘন করে।
- এই আইনটি সদস্যদের কার্যকরী আইন প্রণেতা হওয়ার ক্ষমতাকেও বাধা দেয়।
- আনুগত্য পরিবর্তনে বাধা দেয়, যা সরকারের জবাবদিহিতা হ্রাস করে।

- আইনসভার একজন সদস্য যখন দলীয় পদ পান, তখন তাকে সংসদে একটি সাধারণ ভোটদানকারী সভায় পরিণত করা হয়।

## ভারতীয় সংবিধানের দশম তফসিল কি?

ভারতীয় সংবিধানের দশম তফসিল দলত্যাগ বিরোধী আইন নির্ধারণ করে। এই আইন অনুসারে, পদোন্নতি বা অসংখ্য আর্থিক প্রণোদনা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার তাড়নায় রাজনৈতিক পরিত্যাগের অনুশীলনকারী রাজনীতিবিদদের শাস্তি দেওয়া হবে। সরকারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য এটি অপরিহার্য।